UNHCR
The UN Refugee Agency

PRESS RELEASE

স্থান
ঢাকা

তারিখ
২৫ আগস্ট ২০২৪

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুপ্রবেশের সাত বছর, ইউএনএইচসিআর আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান জানিয়েছে

রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনের সাত বছর পূর্তিতে, জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) আবারও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানিয়েছে। তাতে করে যেন বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার সুরক্ষা নিশ্চিত ও তাদের দুর্দশার স্থায়ী সমাধানে সহায়তা করা যায়।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট, প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা পুরুষ, নারী এবং শিশু মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং পূর্বের বছরগুলোতে আশ্রয়গ্রহণ করা শরণার্থীদের সাথে ক্যাম্পে বসবাস শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের আন্তিরকতা রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী আশ্রয়ের সুযোগ করে দেয়। শুরু থেকেই, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদার সহায়তা শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আশেপাশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদেরও সাহায্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ের নিরাপত্তা সমস্যা এবং অর্থায়নের অনিশ্চয়তা কিছু হাতেগোনা গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন রক্ষাকারী কার্যক্রম ছাড়া বাকি সবকিছুকে বাধাগ্রস্ত করছে।

চিত্রগ্রাহক: ইউএনএইচসিআর/ রজার আর্নল্ড, ২৬ অক্টোবর ২০১৭

রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক উপস্থাপিত শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের নবায়িত প্রতিশ্রুতিকে ইউএনএইচসিআর স্বাগত জানায়। আমরা ড. ইউনূসের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রমাগত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সংহতি বজায় রাখা এবং নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং পূর্ণ অধিকারসহ মিয়ানমারে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার আহ্বানকে প্রতিধ্বনিত করছি। বাংলাদেশের জনগণের মানবিক মনোভাব বিশ্বব্যাপী প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন দেশটি একটি পরিবর্তন এবং অনিশ্চিত সময় পার করছে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বৃদ্ধি পাওয়া সংঘাত রোহিঙ্গাদের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ ও সহিংসতার ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই এখনো রাষ্ট্রহীন অবস্থায় আছেন। তবুও বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীরা এখনো বলছে, তারা তাদের ঘরবাড়ি ও গ্রামে ফিরে যেতে চায়, যখন তা নিরাপদ হবে, এবং মিয়ানমারে মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী প্রত্যাবর্তনই এই সংকটের

প্রধান সমাধান। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শনের আহ্বান জানাই। সরকারের সব কর্তৃপক্ষের প্রতিও আমাদের অনুরোধ, তারা যেন মিয়ানমারে সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা সাধারণ মানুষের বাংলাদেশে সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

আমাদের সকলের মতো, রোহিঙ্গারা উন্নত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা করে, যা জাতি, ধর্ম বা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত নয়। কক্সবাজার এবং ভাসানচরে শরণার্থী জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী, তাদের মধ্যে অনেকেই ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা শরণার্থী শিবিরে জীবনের প্রথম সময়গুলো কাটাচ্ছেন। উপযুক্ত সুযোগসুবিধা পেলে তারা বড় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে। আমাদের অবশ্যই রোহিঙ্গা শিশু, যুবক, নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। অংশীদারিত্ব ও সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সহিংসতা ও বঞ্চনার মোকাবিলা করতে পারব। একইসাথে শোষণবাদী সংগঠনগুলোর খপ্পর থেকে রক্ষা করতে পারব ক্যাম্পের তরুনদের।

চিত্রগ্রাহক: ইউএনএইচসিআর/মোশারফ হোসেন। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শরণার্থী ক্যাম্পের দৃশ্য

ইতোমধ্যে, কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে ক্যাম্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্জক্রমগুলোতে সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে: আইনি পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্য, কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী, পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, আশ্রয়ণ মেরামতের পাশাপাশি আবহাওয়া এবং অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনায় প্রথম সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করা। দক্ষতা, শিক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, শরণার্থীদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে এবং ত্রাণের ওপর নির্ভরতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইউএনএইচসিআর অংশীজনদের শরণার্থীদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য তাদের ধারাবাহিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

২০২৪ সালে, মানবিক সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং আশেপাশে বসবাসরত বাংলাদেশিসহ আনুমানিক সাড়ে ১৩ লাখ মানুষের সহায়তার জন্য ৮৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আবেদন করেন। আমরা দাতা এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে রোহিঙ্গা কার্যক্রমে তাদের অর্থায়ন বাড়ানোর আহ্বান জানাই। রোহিঙ্গা জনগণ যেমন আমাদের সর্বোত্তম সহায়তার দাবিদার, তেমনি বাংলাদেশের উদার জনগণকে এই সংকট মোকাবেলায় একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ:
সারি ইয়াসমিন নিজমান; nijman@unhcr.org; +৮৮০১৮৯৪৮০২৭০০